থ্যাঙ্কসগিভিং ডে এবং রক এন রল

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

দ্বিতীয় প্রবাস -২৭

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

২৩ নভেম্বর আমেরিকায় থ্যাঙ্কসগিভিং ডের ছুটি। এই ছুটিতে সাবাহ কানেটিকাটের ওয়েষ্ট হাভেন শহরে ওর ছোট বোন ফারাহর বাসায় আসবে এবং একত্রে দিনটি পালন করবে। ওদের সাথে ঐ দিনের বিশেষ আকর্ষণ টার্কি ডিনার খাবার জন্য ওরা আমাদেরকে এবং পরাগ ও ডোনাকে ফারাহর বাসায় আমন্ত্রন জানালো। প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার সারা আমেরিকা জুড়ে থ্যাঙ্কসগিভিং ডে পালিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এই দিনটি ফসল কাটার মৌসুম শেষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর দিন। তবে আধুনিক আমেরিকানদের কাছে এই দিনটি পালনের ইতিহাস বা কারণটি ভিন্ন। আধুনিক থ্যাঙ্কসগিভিং এর সূত্রপাত ১৬২১ সালে আমেরিকান আদিবাসী 'ওয়াম্পানোয়াগ' গোত্র এবং নব্য অভিবাসী 'পিলগ্রীম'দের একসাথে খাবার গ্রহনের মাধ্যমে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে দক্ষিন-পুর্ব ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড এবং এলিজাবেথ আইল্যান্ডে 'ওয়াম্পানোয়াগ' গোত্রের প্রায় ১২০০০ আদিবাসী আমেরিকান বসবাস করতো। স্কোয়ান্টো, সামোসেট, এবং মেটাকমেট ছিলেন এ গোষ্ঠির প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'পিলগ্রীম'রা ছিল ম্যাসাচুসেটস স্টেটের প্লিমাউথ কলোনীর প্রথমদিককার অভিবাসী। আদিতে ইংলন্ডের ইস্ট মিডল্যান্ড এলাকায় বসবাস কারী এই অভিবাসী জনগোষ্ঠি তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে হয়রানীর শিকার হয়ে শান্তির আশায় হল্যান্ডে চলে আসে। কিন্তু সেখানেও নিরাপদে ধর্মকর্ম পালন বিঘ্নিত হতে পারে এই আশংকা করে তারা কতিপয় ইংরেজ দালালদের সহায়তায় ১৬২০ খৃস্টাব্দে আমেরিকায় এসে কলোনী স্থাপন করে। কিন্তু এই নতুন দেশে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারী আমলাতান্ত্রিক ঝামেলা এবং আরো নানাবিধ বিপদ-আপদের সন্মুখীন হন। এই দুঃসময়ে 'ওয়াম্পানোয়াগ গোত্রের নেতা স্কোয়ান্টো তাদেরকে অত্যন্ত সাহায্য সহায়তা করেন। আদিবাসীদের সাথে এই interaction বা মিথস্ক্রিয়া এই নব্য অভিবাসীদলকে বৈরী পরিস্থিতি জয় করতে সাহায্য করে। ১৬২১ সালের ফসলের মৌসুম শেষে আদিবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাদের ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে 'পিলগ্রীম'রা প্রথমবারের মতো একটি দিন নির্দিস্ট করে। সেই দিনটিই আজকের থ্যাঙ্কসগিভিং ডে।

আধুনিক আমেরিকায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এবং মোটামুটিভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটি পালিত হয়। আমেরিকার উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থ্যাঙ্কসগিভিং এর আগের রাত, অর্থাৎ নভেম্বর মাসের চতুর্থ বুধবার রাত বছরের ব্যস্ততম রাতগুলোর অন্যতম। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর অনেক ছাত্রছাত্রী এই রাতেই প্রথম বারের মতো তাদের বাড়ীতে ফিরে আসে। উদ্দেশ্য থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনারে পরিবারের সাথে সামিল হওয়া। থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনারের প্রধানতম আকর্ষণ হচ্ছে আমেরিকান আদিবাসীদের উৎসবের খাবার stuffed turkey roast এবং সেই সাথে pumpkin pie। টার্কির ভেতরটা পরিস্কার করে সেখানে সুস্বাদু stuffing ভরা হয়। এই stuffing তৈরী হয় mashed potato, মিস্টি আলু, cranberry sauce, Indian corn এবং বিভিন্ন সব্জীকে বিশেষভাবে বানানো সুরুয়ার সাথে মিশিয়ে। প্রায় প্রতিটি আমেরিকান পরিবার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সহ এই টার্কি ডিনার এবং কদুর পাই (pumpkin pie) উপভোগ করে থাকে।

আমেরিকায় বসবাসকারী অন্যান্য অনেক অভিবাসীদের মতো সাবাহদের পরিবারও এই দিনে টার্কি ডিনারের আয়োজন করে। আমরা যেহেতু আমেরিকাতেই আছি এবং ওদের কাছ থেকে খুব দূরেও থাকিনা তাই সাবাহর খুব ইচ্ছে আমরা ওদের সাথে যোগ দিই। নতুন বৌ এত সমাদর করে ডেকেছে আমাদেরতো আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারেনা। সাবাহ ও ফারাহ আমাদেরকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে আশা করছে। পরাগের সাথে কথা বলে ঠিক হলো যে আমরা দুপুরে ওর নিউইয়র্কের বাসায় লাঞ্চ করে বেলা দুটোর মধ্যে ওয়েস্ট হাভেনের পথে বেরিয়ে যাব। এমনিতে ওখানে যেতে দেড় ঘন্টার বেশী লাগা উচিৎ নয়। তবে থ্যাঙ্কসগিভিং উপলক্ষে যেহেতু রাস্তায় বেশ ভীড় হতে পারে তাই একটু আগে বের হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু পথে নেমে মনে হলো আরো আগে বেরোনো উচিৎ ছিল; একেতো রাস্তায় অস্বাভাবিক ভীড় তার উপর আবার মুষলধারার বৃষ্টি। এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর আর কি! দেড় ঘন্টার পথ পাড়ি দিতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘন্টা লেগে গেলো। ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে বাসায় ঢুকতে গিয়ে পুরো না হলেও আধা ভিজে গেলাম। তবে দু'বোনের আতিথেয়তার উষ্ণতায় আমাদের ভিজে যাওয়ার দুঃখকে ভুলিয়ে দিল। সেই যে ১৯৬৯-৭০ সালে আমেরিকায় ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ব্লুমিংটনে আমাদের হোষ্ট প্রফেসর হ্যান্স থরেলীর বাসায় একবার টার্কি ডিনার খেয়েছিলাম তারপর সে খাবের স্বাদ ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ এত বছর পর পুত্রবধু এবং তার বোনের কল্যানে আবার সে খাবার আস্বাদনের সুযোগ হলো।

ডিনার শেষ হতে রাত প্রায় ন'টা বেজে গেলো। পরাগ আর ডোনা রাতেই নিউইয়র্কে ফিরবে; সবার জন্য long weekend এর ছুটি থাকলেও US Department of Transport এ IT Consultant হিসেবে কর্মরত আমার বেচারা ভাগ্নেটিকে কালও কাজে যেতে হবে। ওরা ডিনার সেরে আর বেশিক্ষন বসলো না; ঝড়-বৃস্টি মাথায় নিয়েই চলে গেল। কিছুক্ষন পর আমরাও উঠলাম; তবে আমাদের গন্তব্য আপাততঃ এই ওয়েষ্ট হাভেন শহরেরই আরেক ঠিকানা। সে ঠিকানায় আমার আরেক আত্মীয় ওয়াহেদ মাহবুব (খোকন)এবং তার স্ত্রী জুঁই মাহবুব ওদের দু'সন্তান সহ বেশ কয়েক বছর যাবৎ বসবাস করে আসছে।

খোকনের ছোট বোন মিনুর সাথে আমার বড় শ্যালক নাইমের বিয়ে হওয়ার সুবাদে ওকে আমি অত্যন্ত সহজেই শ্যালকের আসনে বসিয়ে ফেলেছি। শেরিফের বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানের শহর মিডলটাউন ওয়েষ্ট হাভেনের পাশের শহর হওয়ায় খোকনের ইচ্ছা ছিল আমরা হোটেল বা মোটেলে না উঠে ওর বাসাতেই উঠি। (প্রথম প্রজন্মের বাংগালী তো, এখনো আমেরিকান হতে পারে নাই।) কিন্তু শালা-শালীর বহর নিয়ে আমরা তো আর মাশাল্লাহ নেহায়েৎ কম মানুষ নই। তাই পয়সা বাঁচানোর এমন সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিষেধ করতে হলো। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ওকে কথা দিয়েছিলাম যে বিয়ে সংক্রান্ত ঝামেলা চুকলে ওদের বাসায় গিয়ে দু'চারদিন থেকে আসবো। আর সে কথা রক্ষার জন্যই আজ ওদের ওখানে যাওয়া। পরাগ আর ডোনার মত আমরাও ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বের হলাম। ফারাহ তার গাড়ীতে করে আমাদেরকে খোকনদের বাসায় পৌঁছে দিল।

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে শুতে বেশ দেরী হওয়ার কারণে ঘুম ভাংতেও বেশ দেরী হোল। জেগে শুনলাম আজকে নাকি Black Friday বা কালো শুক্রবার। এই নামের সঠিক কারণ কি তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তবে আধুনিক আমেরিকায় এই দিনটি থেকেই ক্রীসমাস বা বড়দিনের শপিং শুরু হয়। খোকন জানালো যে এইদিন সুপার মার্কেটগুলি খুব ভোরে খুলে যায় এবং বিভিন্ন জিনিষপত্র খুব কম দামে বিক্রী হয়। ও আরো জানালো যে সস্তাদামে জিনিষপত্র কেনার জন্য মানুষ অনেক সময় শেষ রাত থেকে দোকানের সামনে এসে লাইন দেয়। খোকনের বাসায়

আমরা দু'রাত ছিলাম। পেশাগতভাবে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হলেও আমাদেরকে সময় দেবার ব্যাপারে সে কোন হিসেব করেনি। খোকন এবং জুঁই শুক্রবার সারাদিন ধরে আমাদেরকে নিয়ে ওয়েস্ট হাভেনের আশেপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। ওদের বাসার খুব কাছে আটলান্টিক মহাসাগর। সেই মহা সমুদ্রের বিশাল জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রতার কথা বড় বেশী করে মনে পরে। যাই হোক, খোকন এবং জুঁইয়ের সমাদর এবং আত্মীয় বাৎসল্য ভুলবার নয় । শনিবার দিন দুপুরের খাবারের পর খোকন আমাদেরকে নিউইয়র্কে পরাগের বাসায় নামিয়ে দেয়। সে রাতেই আমরা নিউ ব্রানস উইক ফিরে আসি।

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস চলে এল। এ মাসের ২৩ তারিখ আমরা নিউ ব্রানস উইক ছেড়ে আবার মিডল্যান্ডে সোনিয়ার বাসায় ফিরে যাব। ১৮ তারিখে আমার কোর্সের পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে আমরা আরো দু'তিন জায়গায় বেড়াতে যাবার জন্য ফ্লাইট বুক করেছি। এ পর্যায়ে আমাদের প্রথম গন্তব্য টেনেসি স্টেটের মেম্ফিস। এই শহরে আমাদের পারিবারিক বন্ধু প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান ও তার স্ত্রী শেফালী ভাবী থাকেন। আমরা দুজন একই সময়ে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী ছিলাম। ১৯৮১ সালের শুরুতে আমি খার্তুম ছেড়ে সিঙ্গাপুর চলে আসি আর ডঃ শাহজাহান আমেরিকা চলে যান। বর্তমানে তিনি মেম্ফিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স বিভাগের প্রধান।

নিউইয়র্কের লাগোয়ারডিয়া বিমান বন্দর থেকে বিকেল তিনটের দিকে রওয়ানা হয়ে আমরা সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় ন্যাশভিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম। মেম্ফিস থেকে ন্যাশভিল গাড়ীতে প্রায় চার ঘন্টার ড্রাইভ; কিন্তু এই দীর্ঘ পথ গাড়ী চালিয়ে ডঃ শাহজাহান এবং ভাবী আগে থেকেই আমাদের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। শেরিফের বিয়ের রিসেপসনে ডঃ শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন, তবে ভাবীর সাথে অনেক বছর পর দেখা হোল। গাড়ীতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে; তাই পথে খাবার জন্য ভাবী বাসা থেকে স্যান্ডউইচ, মিস্টি এবং ঠান্ডা পানি এবং soft drink নিয়ে এসেছেন। খার্তুমে আমরা একই এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের দুই ফ্ল্যাটে থাকতাম। সোনিয়া আর শেরিফ শাহজাহান সাহেব এবং শেফালী ভাবীর ছেলে অনু এবং মেয়ে শম্পার খেলার সাথী ছিল। আমাদের দু'পরিবারের ছেলেমেয়েদেরই আজ বিয়ে হয়ে গেছে। শেরিফ বাদে বাকী তিনজনই যার যার সংসার, সন্তান নিয়ে ব্যস্ত। খার্তুম ছাড়ার পর দুই যুগেরও বেশী সময়ের ব্যবধানে আমাদের দু'পরিবারের প্রতিটি মানুষের জীবন, জীবনধারা, জীবনের স্বপ্ন, প্রয়োজন, অগ্রাধিকার সব পালটে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই কবে কালো আফ্রিকার এক দেশ সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিত্য সমস্যা জর্জরিত জীবনে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব আজো বেঁচে আছে; চোখের আড়াল হলেও আমরা মনের আড়াল হইনি। অতীত তার স্মৃতির পাতা খুলে ধরেছে আর মনের আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, আর পাওয়া-না পাওয়ার শত ছবি। অর্গল খোলা হৃদয়ের গল্প-কথায় কখন যে চার ঘন্টা কেটে গেছে বুঝিনি। শেফালী ভাবী জানালেন আমরা এসে গেছি; মালপত্র নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম তখন ঘড়ির কাঁটা মধ্য রাতের সঙ্কেত সীমানা পার হয়ে গেছে।

বাসায় এসে আরেকদফা আড্ডার পালা। এত কথা যে কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে। পরদিন সকাল থেকেই শাহজাহান সাহেবকে বেশ ব্যস্ত দিন কাটাতে হবে। তাই আড্ডা ভেঙ্গে আমরা সবাই শুতে গেলাম। সকাল দশটায় যখন জাগলাম, তখন শাহজাহান সাহেব ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছেন। নাস্তার টেবিলে ভাবী জানালেন আজ ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে লাঞ্চ আছে এবং আমার সেখানে নিমন্ত্রন। যথাসময়ে ডঃ শাহজাহান এসে আমাকে সেই লাঞ্চে নিয়ে যাবেন।

হাতে সময় থাকায় আমি Internet থেকে এই শহরটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চেষ্টা করলাম। উলফ নদীর মুখে টেনেসি স্টেটের পশ্চিম দিকে মিসিসিপি নদের উপরে চিকাস ব্লাফের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত মেম্ফিস নগরী আমেরিকার দক্ষিনাঞ্চলীয় টেনেসি

স্টেটের শেলবি কাউন্টির শাসনকেন্দ্র। প্রায় সাতলাখ লোকের এই শহরটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমেরিকার সতেরোতম বৃহত্তম শহর। প্বার্শবর্তী স্টেট মিসিসিপি এবং আরাকানস'র অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত বৃহত্তর মেম্ফিস বা Memphis Metroploitan Area অবশ্য আরো অনেক বড় এবং এর লোকসংখ্যা প্রায় তেরো লাখ। ঐতিহাসিকদের মতে মেম্ফিস প্রথমে ছিল মিসিসিপিয়ান কালচার নামক আদিম আমেরিকানদের বাসস্থান। পরে চিকাস' গোত্রের আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা এখানে বসতি গাড়ে। ১৫৪০ সালে স্পেনীয় অভিবাসীরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই শহরের পত্তন হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। সাত বছর পরে, ১৮২৬ সালে, এর নামকরণ করা হয় মিসরের প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিসের নাম অনুযায়ী। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে আমেরিকান সিভিল ওয়ার চলাকালীন সময়ে, মেম্ফিস আমেরিকান ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই, ১৮৬২ সালে মেম্ফিসের যুদ্ধে শহরটি আবার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মেম্ফিসকে আমেরিকার বিভিন্ন সংগীতধারার জন্মভুমি বলা যায়। Blues, Gospel, Rock n' Roll, এবং "sharecropper" country music এর জন্মস্থান এই শহর। ১৯৫০ এর দিকে এই মেম্ফিস শহর থেকেই আমেরিকার সংগীত জগতের কিংবদন্তী Johnny Cash, Elvis Presley, এবং B. B. King এর যাত্রা শুরু। এইমেম্ফিস থেকে আরো যে সব সংগীতজ্ঞদের শিল্পী জীবনের শুরু তাদের মধ্যে রয়েছেন the Box Tops, the Gentrys, the Grifters, Howlin' Wolf, Jerry Lee Lewis, Bobby "Blue" Bland, Charlie Rich, Lucero (band), Al Green, Muddy Waters, Big Star, Tina Turner, Roy Orbison, The Blackwood Brothers, Carla Thomas, The Staple Singers, Sam and Dave, Three 6 Mafia, DJ Squeeky, The Sylvers, Anita Ward and "Father of the Blues" W.C. Handy এবং আরো অনেকে।

মেম্ফিসের পিরামিড এরেনা

হারনান্ডো ডি সোটো সেতু

Graceland

সেদিন দুপুরে লাঞ্চ শেষে বাসায় ফিরে এসে আমরা দেখতে গেলাম রক এন্ড রল সংগীত সম্রাট এলভিস প্রিসলীর স্মৃতি বিজড়িত Graceland, মেম্ফিসের পিরামিড এরেনা, এবং মিসিসিপি নদীর উপর হারনান্ডো ডি সোটো সেতু। Graceland এখন মিউজিয়াম এবং এলভিস ভক্তদের তীর্থস্থান। দেশ বিদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই তীর্থে এসে এলভিস প্রিসলীকে শ্রদ্ধা জানায়। পরদিন আমরা মেম্ফিস শহর ও তার আশেপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখে বেড়ালাম। দেখার আরো অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু আমাদের সময় ছিলনা। আজ রাতে ন্যাশভিল থেকে আমাদের আরেক বন্ধু প্রফেসর নাজমুল আবেদীন এসে আমাদেরকে তার বাসায় নিয়ে যাবেন।

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)